



পথকলি ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত

গতকাল প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে
পথকলি ট্রাস্টের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত
হয়।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ
এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রেসিডেন্ট
এরশাদ এই ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেন।
ইট ও পাথর ভাঙ্গার মত কঠিন কাজে
নিয়োজিত শিশুদের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত
হয়ে তিনি এই ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ
নেন। গতকালকের বৈঠকে প্রেসিডেন্টও
উপস্থিত ছিলেন। দারিদ্র্য পীড়িত ও
বঞ্চিত শিশুদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে
সম্প্রতি সাত সদস্যের এই ট্রাস্ট গঠন
করা হয়। খবর বাসস'র। এই উপলক্ষে
এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ
বলেন, পথকলি অন্য ধরনের এক
প্রতিষ্ঠান কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ
বংশধরদের এক বিরাট অংশকে রক্ষা করা
তাদের সমাজের উপযোগী করে গড়ে
তোলার মহান দায়িত্ব ট্রাস্টের উপর
অর্পিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাস্টের তহবিলে উদার হস্তে
দান করার জন্য সকলের প্রতি আহবান
জানান। তিনি বলেন, ট্রাস্টের কর্মসূচী
এমনসব শহরে প্রসারিত করতে হবে
যেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু এ ধরনের
কার্যিক পরিশ্রমে, লিপ্ত রয়েছে।
পথকলিদের জন্য আরো স্কুল প্রশিক্ষণ ও
চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।
এই উপলক্ষে আবেগ জড়িত ভাষণে
বেগম রওশন এরশাদ বলেন, এসব
শিশুকে এ ধরনের কঠোর কার্যিক
পরিশ্রম থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সহজ
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদেরকে
অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। ট্রাস্ট
পথকলিদের সমস্যা সম্পর্কে সামাজিক
সচেতনতা সৃষ্টি এবং অর্থ সংগ্রহের
উদ্দেশ্যে ওয়াকাথন ও ফুটবল ম্যাচ-এর
আয়োজন করবে। সোনালী, জনতা,
অগ্রণী ও পূর্বালী ব্যাংকে ট্রাস্টের চাঁদা
গ্রহণের জন্য একাউন্ট খোলা হবে।

বৈঠকে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কাজকর্ম
চালানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে আহবায়ক
করে তিন সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী
কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ট্রাস্টের জন্য ১৫ লাখ
টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন। এই
অর্থ আগে বরাদ্দ করা হয়েছিল। বৈঠকে
আরো উপস্থিত ছিলেন ডঃ মিজানুর
রহমান শেলি, এডভোকেট রেজাউর
রহমান, প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়
সালাহউদ্দিন এবং প্রাইমারী শিক্ষা
দফতরের মহাপরিচালক। শিক্ষাসচিব
হেদায়েত আহমদ এতে উপস্থিত ছিলেন।